দৈনিক বাংলা

তারিখ 2 MAY 1989 কলাম 5 7

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরি... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

042

জনমত

চট্টগ্রাম ভার্সিটিঃ বিএসসি [পাস] পরীক্ষার ফল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে গৃহীত বিএসসি (পাস) পরীক্ষার ফলাফল ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী ডিগ্রী কলেজের ১৭৮ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফল অবৈধ পন্থা অবলম্বনের অভিযোগে বাতিল প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলার ১৩-৫-৮৯ তারিখের সম্পাদকীয়টি যথাযথ ও সময়োপযোগী হয়েছে। এ সম্পর্কে আমি অভিন্ন মত পোষণ করি এবং এই সাথে এখানে আমার নিজস্ব কিছু মতামত যোগ করতে চাই।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী ডিগ্রী কলেজ একটি বহু পুরাতন ও ভালো কলেজ, এতে কেবল মাত্র ভাল ও মেধাবী ছাত্ররা লেখাপড়ার সুযোগ পায়। এ কলেজের অতীত ফলাফলও ভালো বলে জানতাম। আর এই ঐতিহ্যবাহী কলেজের ১৭৮ জন পরীক্ষার্থী একযোগে সবাই অবৈধ পন্থা অবলম্বন করেছে, এটা বিশ্বাস করার কথা? কারণ কর্তৃপক্ষের ঘোষিত ফলাফলের দিকে দৃষ্টি দিলেও আমরা সহজে অনুমান করতে পারি, ১৭৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যেই কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলেও শতকরা হিসাবে অন্ততঃ ৪৮ জন পরীক্ষার্থী পাস করতো। আসলে বাস্তব সত্য হলো, হল কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা ও প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে নকল বা অবৈধ পন্থা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় স্বভাবিকভাবেই অনেকেই সেই সুযোগ গ্রহণ করেছে। এতে পরীক্ষার্থীদের চাইতে হল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলা ও ব্যর্থতাজনিত অপরাধই বেশী। অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে—হতভাগ্য ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে পাইকারী শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিকে আবার পত্রিকায় খবরে আভাস পাওয়া যাচেছ, বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষায় ব্যাপক নকলের অভিযোগ তুলে এসএসসি-৮৯ এর ৪০টি পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রায় ৭০/৮০ হাজার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার খাতা শতকরা ৬৫ মার্ক ধরে দেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং সেই মোতাবেক পরীক্ষকদের নির্দেশ প্রদান করেছেন, এ সিদ্ধান্তের সহজ অর্থ, সেই ৪০টি পরীক্ষা কেন্দ্রের হতভাগ্য ৭০/৮০ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে কেউই প্রথম বিভাগ, স্টার মার্ক লেটার মার্ক বা প্রথম ২০টি স্থানের ১টি নিয়ে পাস করার মত মেধা ও প্রতিভা নিয়ে জন্মায়নি। এর চেয়ে অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত আর কি হতে পারে। এটা অনস্বীকার্য যে এই ৪০টি কেন্দ্র ছাড়াও সারা দেশের আরও অনেক অনেক কেন্দ্রেই হল কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা ও প্রশাসনিক দুর্বলতার ফলে নকলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সে সুযোগ অনেক পরীক্ষার্থীর কাম্য না হলেও, বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশই তা গ্রহণ করেছে। তাই বলে এ ধরনের পাইকারী সিদ্ধান্ত বিবেক সচেতন মানুষের কারো কাম্য হতে পারে না। আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ পরীক্ষক কর্তৃক সেই ৪০টি পরীক্ষা কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থীর খাতা পরীক্ষা করিয়ে নকল করা আর নকল না করার পার্থক্য নির্ণয়ের মাধ্যমে নম্বর প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।

—এম এস ভূইয়া, ১৩৬, মজিদ খানপুর, (শাখা সড়ক), নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।